ISSN 2394-5737

ইতিহাস ও সংস্কৃতি

চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় ভাগ

ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি

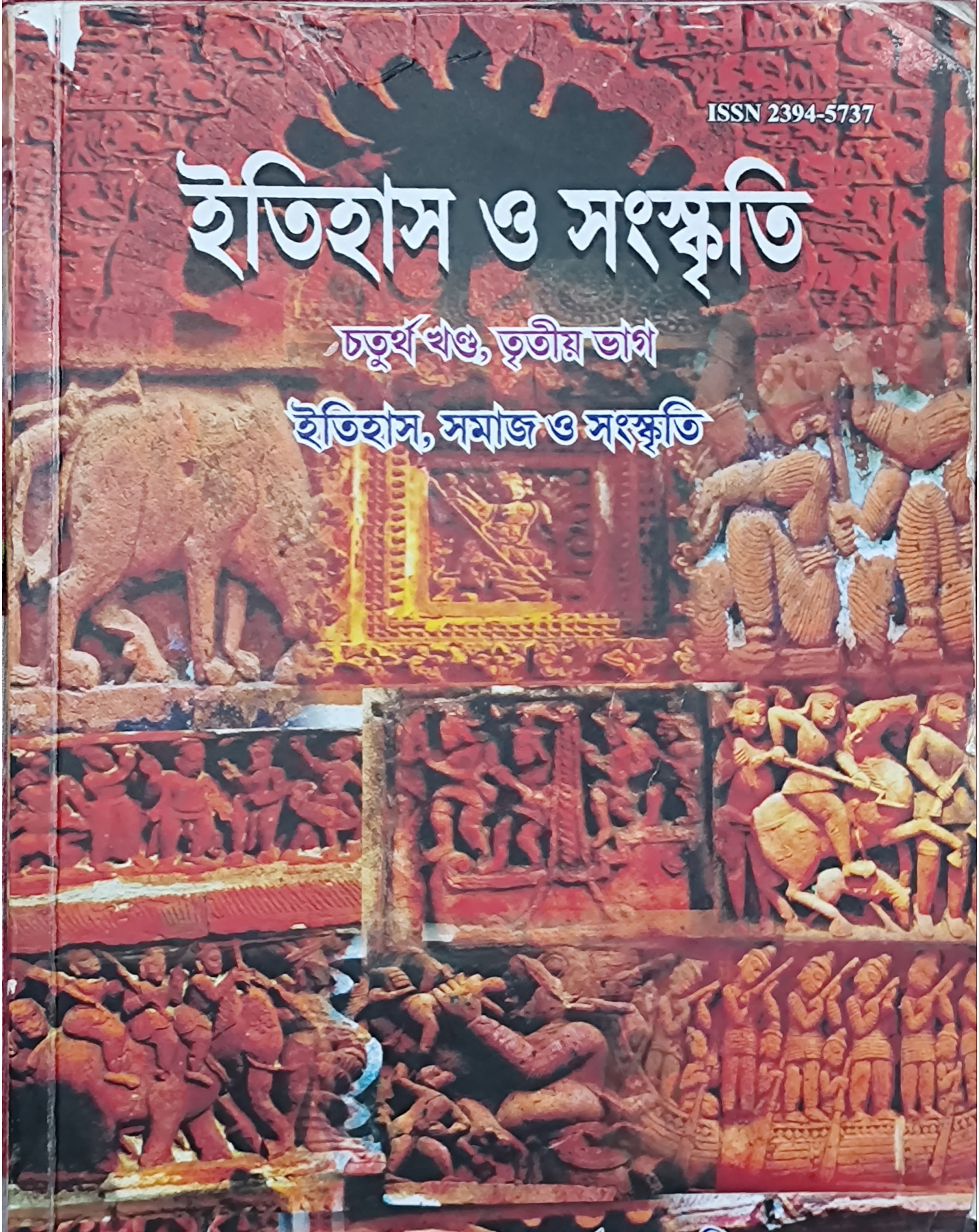

চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, বর্ষ ২০১৮ খ্রি.

পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র

Itihas O Sanskriti

An International, Peer-reviewed, Interdisciplinary, Annual Journal

Vol. IV, Part 3, July 2018 CE

ISSN 2394-5737 (Print)

Email: <achalikitihas@gmail.com>
Website: <www.anchalikitihas.com>

গ্রন্থস্বত্ব

© পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ২০১৮ খ্রি.

প্রকাশকের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত এই জার্নালে প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ বা প্রবন্ধসমূহ, সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে পুনঃপ্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, পুনর্ব্যবহার, পুনর্নির্মাণ, পুনঃউৎপাদন করা যাবে না বা পুনঃউৎপাদনের জন্য যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিন উপায়ে সংরক্ষণ তথা হস্তান্তর করা যাবে না। প্রচ্ছদ বা সূচিপত্র ছাড়া এই জার্নালে প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ বা প্রবন্ধসমূহ, সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা যাবে না। এই জার্নালে প্রকাশিত যাবতীয় প্রবন্ধ-এ উপস্থাপিত তথ্য, ব্যক্ত মতামত, গৃহীত সিদ্ধান্ত, ভাষা, ইঙ্গিত, দৃষ্টিকোণ প্রভৃতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট লেখকের বা লেখকদের। এগুলির জন্য সম্পাদকমণ্ডলী অথবা সংস্থা কোনভাবে দায়ী থাকবে না।

প্রকাশক

মলয় দাস,

সভাপতি,

পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র,

মধ্যকল্যাণপুর, বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৪৪

মুদ্রণ

এস. পি. কমিউনিকেশন প্রা. লি.,

৩১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য

৫০০.০০ টাকা

সূ চি

সম্পাদকীয় ৭

ক. প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্ব : আদি ও মধ্যকালীন ভারত

মৌর্য সমসাময়িক যুগের অর্থনীতিতে গণিকাদের অবদান ৯
নীলাক্ষী বাগচি

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজার গুণাবলি ১৯
ড. পিনাকী শঙ্কর পাণ্ডে

প্রাচীন ভারতে দুর্গ ২৭
ড .পল্লব পাণ্ডে
নীলাদ্রী দত্ত

পৌরাণিক ব্রতাচার ও গণিকা সম্প্রদায় ৩৪
ড. অদিতি রায়

প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ইতিবৃত্ত ৪৪
তৃপ্তি মজুমদার

প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্ধারণ ও নামকরণ ৫২
মোজাম্মেল হক

দিলাল খান : সন্দ্বীপের বিস্মৃতপ্রায় এক স্বাধীন রাজা
রফিক আখন্দ ৬১

বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টিতে মুঘল হারেম
প্রতিম বসাক ৭০

সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতকে মন্দির গাত্রে সমাজ চিত্র :
প্রসঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ
ডালিয়া হাজরা ৭৭

বাংলার মন্দিরস্থাপত্যে শিবনিবাস মন্দির
নারায়ণ নন্দী ৮৪

প্রান্তিক হিন্দু সমাজের গড়ন :
প্রাক্ ঔপনিবেশিক উত্তর বাংলার জাতি, বর্ণ ও সমাজ
স্বাধীন ঝা ৯০

গোপাল ভাঁড় : ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধানে
অনন্ত চন্দ্র ১০০

মাজদাক থেকে মুঞ্জের -
ধর্ম ও আদি সাম্যবাদের একটি তুলনামূলক আলোচনা
অর্কপ্রভ সেনগুপ্ত ১০৯

খ. ঔপনিবেশিক পর্ব : অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস

ঔপনিবেশিক পর্বে ভৌগোলিক সীমানা নির্ণয় ও ভৌম আধিপত্য :
প্রসঙ্গ সুন্দরবন (১৭৭০-১৮৭৩)
বিপুল মণ্ডল ১১৯

চট্টগ্রামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন : একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
নুরুল ইসলাম ১২৮

বাংলায় জমির মালিকানা স্বত্ব :
ঔপনিবেশিক সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির ফের-বদল (১৭৯৩-১৯২৮)
ভাগ্যশ্রী সেনগুপ্ত ১৩৯

সুন্দরবনের প্রাচীনত্ব নির্ণয় ও ইতিহাসচর্চা
উজ্জ্বল বিশ্বাস ১৪৯

সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতকে মন্দির গাত্রে সমাজ চিত্র : প্রসঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ

ডালিয়া হাজরা
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, উলুবেড়িয়া কলেজ, হাওড়া

সারসংক্ষেপ: সপ্তদশ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে বাংলার গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য ঐতিহ্যশালী মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরগুলির শোভাবৃদ্ধির জন্য অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক খোদাই করা হয়েছিল। মন্দির শিল্পীরা মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির ফলকের মাধ্যমে এক দিকে যেমন দেবলোকের কাহিনি রূপায়িত করেছিলেন অন্য দিকে তেমনি মর্ত্যলোকের মানুষের জীবনযাত্রার নানা দিক ও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। মন্দিরগাত্রে খোদাই করা মানুষের জীবন যাত্রার এই কাহিনি বা সামাজচিত্রই হয়ে উঠেছে মধ্যযুগের বাঙালির সামাজিক ইতিহাস।

সূচকশব্দ: ঐতিহ্যশালী মন্দির, টেরাকোটা, পোড়ামাটির ফলক, দেবলোক, মর্ত্যলোক, সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি, মোহন্ত সমাজ, ফিরিঙ্গি সাহেব, হার্মাদ জলদুস্য, গোপ সমাজ, মানব সমাজের দর্পণ, সূত্রধর শিল্পীকুল।

আমাদের বাংলার গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ঐতিহ্যশালী মন্দির। সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে এইসব মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। এইসব মন্দিরগুলির যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন আমরা পাই তা অসাধারণ। বাংলার মন্দির শিল্পীরা যে সৌন্দর্য সুষমার অবদান মন্দিরগুলিতে রেখে গেছেন তা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বাক্ষ্য বহন করে।

পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) পর বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে। এই সময় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময় অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের শুরুতে মন্দির স্থাপত্যে ও পরিবর্তন দেখা দেয়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে সারা বাংলায় অসংখ্য মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী ভাবধারা ও বাংলার নিজস্ব শিল্প চিন্তাকে অবলম্বন করে মধ্য প্রাচ্য থেকে আগত বিজয়ীদের গৃহ নির্মাণ পদ্ধতিকে তার সঙ্গে সংমিশ্রণ করে নতুন পদ্ধতিতে মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছিল। মন্দির বা দেবালয় বা দেবায়তন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটা সুগভীর যোগ রয়েছে। মন্দির প্রতিষ্ঠার মধ্যমে জনগণের মাঝে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি